সংবাদ

তারিখ 13 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

সাম্প্রদায়িক পাঠ্যবই প্রত্যাহার ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ আরও বিপন্ন করে তুলবে বলে মনে করছেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা। এসব পাঠ্যবই প্রত্যাহারের সঙ্গে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তারা। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি-২০১৬' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, বছরের শুরুতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে যে বই

সাম্প্রদায়িক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

সাম্প্রদায়িক : পাঠ্যবই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তুলে দেয়া হয়েছে, তাতে নতুন করে সংযোজিত ও বিয়োজিত বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ তার ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতির অবস্থান থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। 'হিন্দুয়ানি ও নাস্তিক্যবাদের' অভিযোগে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর এজেন্ডা পূরণে যদি এটা হয়ে থাকে, তাহলে এর কুফল হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিকে হুমকির মুখে ফেলবে। এর সঙ্গে জড়িতদের অনতিবিলম্বে চিহ্নিত করার জন্যে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান তিনি।

এছাড়া ২০১৬ সালে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর কমপক্ষে ১ হাজার ৪৭১টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে উল্লেখ করে রানা দাশগুপ্ত বলেন, ২০১৫ সালের তুলনায় যা সাড়ে পাঁচ গুণ বেশি। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন ও হামলা নিরসনে প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলো কোন ভূমিকা নেয়নি অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন, বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে। এটা না হওয়া পর্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক হামলাকারীদের বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সন্ত্রাস দমন আইনের আওতায় বিচার করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ঐক্য পরিষদের নেতা নিম চন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, মনীন্দ্র কুমার নাথ, উত্তম কুমার চক্রবর্তী, প্রিয়া সাহা, রবীন্দ্রনাথ বসু, পদ্মাবতী দেবী প্রমুখ।